ভয় নয় ভরসা

ভরসার শপথ

বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬
বিজেপি, পশ্চিমবঙ্গ

বিজেপি

পাল্টানো দরকার

চাই বিজেপি সরকার

বিজেপি

রাজ্য সভাপতির চিঠি

নমস্কার,

পশ্চিমবঙ্গবাসীকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

আজ আমরা এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। বিগত দেড় দশকে আমাদের প্রিয় পশ্চিমবঙ্গ যে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে, তা আজ আর কারো অজানা নয়। আমরা সম্প্রতি রাজ্যের শাসকদলের অপশাসনের বিরুদ্ধে একটি **'চার্জশিট'** পেশ করেছিলাম। সেই নথিতে প্রতিটি শব্দ ছিল পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দীর্ঘশ্বাসের প্রতিধ্বনি। নিয়োগ দুর্নীতি থেকে রেশনের চাল চুরি, বালি-কয়লার লুঠতরাজ থেকে শুরু করে মা-বোনেদের সম্ভ্রমহানি, তৃণমূলের রাজত্বে দুর্নীতি আজ এক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে।

জাতীয় নিরাপত্তা আজ সংকটের মুখে, 'সিন্ডিকেট রাজের' দাপটে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। যে পশ্চিমবঙ্গ একদিন শিক্ষা এবং সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল, আজ সেখানে শাসকের রক্তচক্ষু মানুষের নিত্যসঙ্গী। ন্যায়ের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করতেই, এই ভয়ের পরিবেশ সুকৌশলে তৈরি করেছে বর্তমান সরকার।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে আনা চার্জশিটের যোগ্য উত্তর হিসেবেই আজ ভারতীয় জনতা পার্টি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছে এই ভরসা পত্র, যা কেবল কতগুলো রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নয় বরং এক **ভরসার শপথ।**

কেন এই ভরসার শপথই মুক্তির পথ?

আমরা বিশ্বাস করি, কেবল অভিযোগ জানানোই আমাদের শেষ কাজ নয়। তৃণমূল গত ১৫ বছরে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে, আমরা তার বিপরীতে গড়তে চাই এক বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ:

- জাতীয় নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে আমরা দায়বদ্ধ
- বর্তমান সরকার যে 'ভয়' -কে শাসনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে, সেই শৃঙ্খল ভেঙে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়াই আমাদের সংকল্প
- সিন্ডিকেট ও কাটমানির যে সমান্তরাল অর্থনীতি আজ রাজ্যের উন্নয়নকে পঙ্গু করে দিয়েছে, তাকে সমূলে বিনাশ করে স্বচ্ছ প্রশাসন গড়াই আমাদের মূল লক্ষ্য
- যারা কয়েক দশক ধরে ন্যায়ের জন্য অপেক্ষা করছেন, সেই প্রতিটি লাঞ্ছিত নাগরিকের কাছে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই ভরসার শপথ তাদের সেই অপেক্ষার অবসান ঘটাবে

পশ্চিমবঙ্গের হারানো গরিমা পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে এই ভরসার শপথ আমাদের পথনির্দেশিকা। আমরা জানি, অন্ধকার যত গভীর হয়, ভোরের আলো ততই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তৃণমূলের অপশাসনের সেই দীর্ঘ কালরাত্রি শেষ করার সময় সমাগত। আসুন, ভয়ের আগল ভাঙতে অঙ্গীকারবদ্ধ হই।

বন্দে মাতরম্

বিনীত,
শমীক ভট্টাচার্য
সভাপতি
ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ

বিজেপির ১৫ প্রতিশ্রুতি

১

জাতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে

৪

সমস্ত সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের জন্য কেন্দ্রীয়হারে মহার্ঘ ভাতা নিশ্চিত করা হবে এবং সপ্তম বেতন কমিশন বাস্তবায়ন করা হবে

৫

আগামী পাঁচ বছরে ১ কোটি মানুষের জন্য নতুন চাকরি ও স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ তৈরি করা হবে এবং বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিমাসে ৩০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে

৮

ধান, আলু ও আম চাষে বিশেষ সরকারি সাহায্য এবং কৃষকদের জন্য ফসলের ন্যায্য মূল্য সুনিশ্চিত করা হবে

৯

রাজ্যের প্রতিটি মৎস্যজীবীকে ‘প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা’র অধীনে নথিভুক্ত করা হবে। অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পশ্চিমবঙ্গকে একটি শীর্ষস্থানীয় শিল্প কেন্দ্র এবং দেশের অন্যতম প্রধান মাছ রপ্তানিকারক রাজ্যে উন্নীত করা হবে

১২

ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলে কুড়মালি ও রাজবংশী ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে

১৩

আয়ুষ্মান ভারত যোজনার বাস্তবায়নসহ সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প চালু করা হবে, মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে এইচপিভি টিকাকরণ ও স্তন ক্যান্সার পরীক্ষা চালু করা হবে। উত্তরবঙ্গে একটি নতুন ‘এইমস’ নির্মাণ করা হবে এবং উত্তরবঙ্গে নতুন আইআইটি ও আইআইএম ক্যাম্পাস স্থাপন করা হবে

২

গত ১৫ বছরে তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি এবং আইনশৃঙ্খলার অবক্ষয়ের খতিয়ান তুলে ধরতে একটি বিশেষ 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করা হবে

৩

'কাট মানি' সংস্কৃতির সিন্ডিকেট রাজ নির্মূল করা হবে

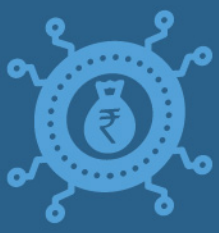

৬

মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য থাকবে বিশেষ মহিলা পুলিশ ব্যাটালিয়ন, 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড'। রাজ্যের সমস্ত সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে

৭

মহিলাদের স্বাবলম্বী করতে প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে

১০

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (Uniform Civil Code) বাস্তবায়নের জন্য আইন প্রণয়ন করা হবে এবং গবাদিপশু পাচার রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে

১১

পুরনো চা বাগানগুলির উন্নয়ন, দার্জিলিং চা-এর বিশ্বজনীন ব্র্যান্ডিং এবং প্লান্টেশিল্পের আধুনিকীকরণ করা হবে

১৪

একটি বিশেষ 'বন্দে মাতরম্ সংগ্রহশালা' তৈরি করা হবে

১৫

ধর্মাচরণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে আইন বলবৎ করা হবে

সুশাসন দরকার, চাই বিজেপি সরকার

জাতীয় নিরাপত্তা

- 'ডিটেক্ট, ডিলিট এবং ডিপোর্ট' (Detect, Detain and Deport) নীতি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং জনবিন্যাসগত পরিবর্তন রুখতে 'জিরো টলারেন্স নীতি' গ্রহণ করা হবে
- অনুপ্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ করতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে যেখানে কাঁটাতারের বেড়া নেই, সরকার গঠনের ৪৫ দিনের মধ্যে জমি অধিগ্রহণ করে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সীমান্তকে সুরক্ষিত করা হবে

সুশাসন

- তৃণমূল জমানার গত ১৫ বছরের দুর্নীতি, প্রশাসনিক অস্বচ্ছতা, আর্থিক অব্যবস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলার অবক্ষয়ের খতিয়ান তুলে ধরে একটি পূর্ণাঙ্গ 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করা হবে। দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে
- ক্ষমতায় আসার ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের সমস্ত বকেয়া মহার্ঘ ভাতা পরিশোধ করা হবে এবং সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করা হবে
- গবাদি পশু পাচারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে
- অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (UCC) কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে
- কয়লা, বালি ও পাথর মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে নারী ও শিশু পাচারের মতো জঘন্য অপরাধ দমনে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে
- ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্য সরকারের সব দফতরের শূন্যপদ পূরণ করা হবে এনং স্বচ্ছ ও যোগ্যতাভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা হবে
- রাজ্য সরকারের বাধার কারণে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এযাবৎকাল কেন্দ্রের যে সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, সেই পিএম বিশ্বকর্মা, পিএম কুসুম, পিএম উজ্জ্বলা ৩ ও খেলো ইন্ডিয়াসহ সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্প রাজ্যে বাস্তবায়িত করা হবে
- রাজ্যে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর সাধারণ মানুষের হারানো আস্থা পুনরুদ্ধার করা হবে
- পুরসভা নির্বাচনের আগেই কলকাতার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সুসংহত ও বাস্তবমুখী 'ভিশন ডকুমেন্ট' পেশ করা হবে। এই রূপরেখায় যানজট নিরসন করা হবে, আধুনিক ও কার্যকর নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে এবং বেআইনি দখল ও অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। শহরের পর্যটন সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চভাবে বিকশিত করার পরিকল্পনার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে
- ধর্মাচারণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বিশেষ আইন কার্যকর করা হবে

নারী সুরক্ষা দরকার, চাই বিজেপি সরকার

মহিলা

- বাংলার মহিলাদের আর্থিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে
- ৭৫ লক্ষ নারীকে 'লাখপতি দিদি' হিসেবে গড়ে তুলে আমরা তাদের আর্থিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করব
- প্রতিটি মহকুমায় অন্তত একটি করে মহিলা থানা এবং প্রতিটি থানায় একটি করে 'নারী সহায়তা ডেস্ক' স্থাপন করা হবে

- নারীদের ওপর অপরাধের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করা হবে। কঠোর নীতি গ্রহণের মাধ্যমে ব্যস্ত শহরাঞ্চল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মহিলা হোস্টেল ও জনবহুলস্থানে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে
- আমরা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের গর্ভবতী মহিলাদের ২১,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা এবং ৬টি পুষ্টি সরঞ্জামের কিট প্রদান করব
- শহরের জনবহুল এলাকা ও প্রকাশ্য স্থানে টহল দেওয়ার জন্য মহিলা পুলিশদের নিয়ে বিশেষ 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড' গঠন করা হবে
- মাতঙ্গিনী হাজরা এবং রানি শিরোমণির নামে রাজ্য পুলিশ বাহিনীতে দু'টি বিশেষ মহিলা ব্যাটালিয়ন তৈরি করা হবে
- পুলিশ বাহিনী-সহ রাজ্যের সমস্ত সরকারি চাকরিতে রাজ্যের মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে
- বেসরকারি সংস্থাগুলিকে উৎসাহিত করে রাজ্যের শিল্প নীতিতে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে
- রাজ্যের সমস্ত সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হবে
- কর্মরত মহিলাদের সুবিধার্থে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একটি করে হোস্টেল তৈরি করা হবে
- অঙ্গনওয়াড়ি, আশা, প্রাণী মিত্রা কর্মীদের মাসিক বেতন পুনর্বিবেচনা করে তাদের কাজের উপযুক্ত ও সম্মানজনক পারিশ্রমিক দেওয়া হবে
- নাবালিকাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে এবং বাল্যবিবাহ রুখতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে
- মেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে অবিবাহিত ছাত্রীদের স্নাতক স্তরে ভর্তির সময় এককালীন ৫০,০০০ টাকা দেওয়া হবে
- ৪০ বছরের কম বয়সি সমস্ত মহিলাদের বিনামূল্যে জরায়ু-মুখ ক্যান্সার প্রতিরোধী এইচপিভি (HPV) টিকা দেওয়া হবে
- প্রান্তিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ৪০ ঊর্ধ্ব মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে স্তন ক্যান্সার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে
- যেসব ক্ষেত্রে নারীরা তাদের ওপর হওয়া অত্যাচারের সুবিচার পাননি, সেই সমস্ত মামলা পুনরায় খোলা হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ ও দ্রুত ক্ষতিপূরণ এবং আইনি সহায়তা প্রদান করা হবে

অর্থনীতির উন্নতি দরকার, চাই বিজেপি সরকার

অর্থনীতি ও শিল্প

- ‘ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস’ নিশ্চিত করে বিনিয়োগবান্ধব শিল্প পরিবেশ গড়ে তোলা হবে, সহনশীল নীতি কার্যকর করে এবং সিঙ্গেল উইন্ডো অনুমোদন ব্যবস্থার মাধ্যমে সিন্ডিকেট সংস্কৃতি দূর করা হবে
- কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সিঙ্গুরে একটি শিল্প পার্ক তৈরি করা হবে এবং রাজ্যে চারটি প্রধান শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হবে
- হলদিয়াকে বন্দরভিত্তিক উন্নয়ন এবং ব্লু ইকোনমির এক বৃহৎ কেন্দ্রে পরিণত করা হবে
- পশ্চিমবঙ্গের বিস্তৃত কিন্তু পিছিয়ে পড়া এমএসএমই খাতের জন্য পর্যাপ্ত ঋণসুবিধা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিশ্চিত করা হবে
- প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। আশোকনগর তৈলখনির দ্রুত উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা হবে
- রাজ্যের চা শিল্পের হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরিয়ে আনতে লক্ষ্যভিত্তিক পুনরুজ্জীবন এবং আধুনিকীকরণ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হবে
- পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী পাটশিল্পের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জীর্ণ মিলগুলোর আধুনিকীকরণ, কৃষকদের উন্নত বীজ ও সহায়ক মূল্যে পাট ক্রয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে। বহুমুখী পরিবেশবান্ধব পাটপণ্যের বিশ্বায়ন নিশ্চিত করা হবে। বন্ধ পাটকলগুলো পুনরায় চালু করে বাংলাকে আবারও কর্মসংস্থান ও সমৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে
- প্রতিরক্ষা বিষয়ক সরঞ্জাম উৎপাদনে বিনিয়োগ করা হবে এবং পশ্চিমবঙ্গকে বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে সংযুক্ত করার জন্য আধুনিক লজিস্টিক হাব স্থাপন করা হবে

- খনিজ সম্পদ ও শিল্প সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে আধুনিক স্টিল প্ল্যান্ট গড়ে তোলা হবে
- মাছ, জলজ প্রাণ সংরক্ষণ ও সামুদ্রিক খাবার প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর ভিত্তি করে উপকূলীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হবে
- যারা মাইক্রোফাইন্যান্স সংস্থা থেকে নেওয়া ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে পারছেন না, তাদের ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে

চা শিল্প

- জরাজীর্ণ ও পুরনো চা বাগানগুলিকে চাঙ্গা করতে বিজ্ঞানসম্মত পুনঃরোপণ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। উচ্চ ফলনশীল ও সব রকম জলবায়ু সহনশীল চায়ের প্রকার উদ্ভাবন ও তার প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে
- বিশ্ববাজারে চাহিদা বৃদ্ধি ও অধিক মুনাফা সুনিশ্চিত করতে জৈব ও পরিবেশবান্ধব চা চাষের প্রসারে বিশেষ জোর দেওয়া হবে
- চাষবাসের কাজে শ্রম লাঘব করতে কৃষি-যান্ত্রিকীকরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। সেচ ব্যবস্থার সংস্কার এবং ফসলের সঠিক মান বজায় রাখতে অত্যাধুনিক প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রগড়ার জন্য আর্থিক ভর্তুকি ও অনুদান দেওয়া হবে
- জিআই তকমা রক্ষায় কঠোর আইনি নজরদারি এবং জালিয়াতি রুখতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে দার্জিলিং চায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিজস্ব ব্র্যান্ডকে আরও শক্তিশালী করা হবে
- আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যাপক প্রচার ও বিপণনের মাধ্যমে দার্জিলিং চা রপ্তানির জন্য একটি সুসংহত ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশল গ্রহণ করা হবে
- চা রপ্তানির পথ প্রশস্ত করতে একটি বিশেষ রপ্তানি কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। যেখানে পণ্য পরিবহন, মোড়কজাতকরণ এবং গুণমান যাচাইয়ের শংসাপত্র, এই সমস্ত পরিষেবা মিলবে একই ছাদের তলায়
- ঐতিহ্যবাহী চা বাগানগুলিকে কেন্দ্র করে পরিবেশবান্ধব পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটানো হবে, যা চা-পর্যটনকে দেবে এক নতুন মাত্রা
- ক্ষুদ্র চাষিদের স্বাবলম্বী করতে প্রতিটি এলাকায় ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে এবং উৎপাদিত ফসল সরাসরি বাজারে বিক্রির সুযোগ সুনিশ্চিত করা হবে
- জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি আধুনিক চা গবেষণা ও উদ্ভাবন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে

যুবদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়া দরকার, চাই বিজেপি সরকার

যুব

- পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরমুখী করতে এবং শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের জন্য আগামী পাঁচ বছরে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্র মিলিয়ে মোট ১ কোটি নতুন কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে
- কর্মসংস্থানের সন্ধানে থাকা যুবক-যুবতীদের প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে
- ২০১৫ সাল থেকে নিয়োগ না হওয়া, বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং পরীক্ষা বাতিলের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত প্রার্থীদের চাকরি ক্ষেত্রে ৫ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড় প্রদান করা হবে
- অতীতে বিলুপ্ত করে দেওয়া সমস্ত স্থায়ী সরকারি পদ পুনরায় চালু করা হবে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে স্বচ্ছতার সঙ্গে সেই শূন্যপদগুলি পূরণ করা হবে

- তরুণ প্রজন্মের মধ্যে 'স্টার্ট আপ'- এর মানসিকতা বাড়াতে একটি বিশেষ প্রকল্প চালু করা হবে। এতে ৫ লক্ষ তরুণকে শিল্পে উৎসাহিত করতে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হবে। যার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা সরকারি অনুদান হিসেবে এবং বাকি ৫ লক্ষ টাকা সুদমুক্ত ঋণ হিসেবে দেওয়া হবে
- রাজ্যে খেলাধুলার মানোন্নয়ন ও পেশাদার প্রশিক্ষণের জন্য একটি বিশ্বমানের ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে
- রাজ্যের 'কমলা অর্থনীতি' বা সৃজনশীল অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে আগামী পাঁচ বছরে ১ লক্ষের বেশি যুবক-যুবতীকে অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং এবং কমিকস (AVGC) ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে
- প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উৎসাহ দিতে, যেসব ছাত্রছাত্রীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে তাদের এককালীন ১৫,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে

কৃষিতে উন্নয়ন দরকার, চাই বিজেপি সরকার

কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি

- প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের সকল কৃষককে জীবিকা ও কৃষিকাজের প্রয়োজনে ₹৯,০০০ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে, পাশাপাশি কৃষকদের জন্যে বিদ্যমান সমস্ত সহায়তা অব্যাহত রাখা হবে
- ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের (MSP) পরিধি বিস্তার করা হবে। সেই সঙ্গে সমস্ত চাষির কাছে সুলভে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সার, বীজ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ পৌঁছে দেওয়া সুনিশ্চিত করা হবে। ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করে ₹৩,১০০ করা হবে
- কঠোর আইন প্রয়োগ ও নজরদারির মাধ্যমে সারের কালোবাজারি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হবে। সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে, সমবায়ের মাধ্যমে সরাসরি কৃষকদের কাছে সার বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও, চাষের খরচ কমাতে সেচ পাম্প চালানোর জন্য জ্বালানি ও বিদ্যুতে বিশেষ ভর্তুকি প্রদান করা হবে
- উন্নয়নের স্বার্থে কৃষিজমি অধিগ্রহণ করা হলে কৃষককে বাজারদরের চার গুণ মূল্য এবং দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট শিল্পে সেই কৃষকের কর্মসংস্থানের সুযোগও থাকবে

- গ্রামীণ অর্থনীতিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে
- ধান উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গকে পুনরায় দেশের শীর্ষস্থানে ফিরিয়ে আনতে কৃষকদের সবরকম সরকারি সহযোগিতা প্রদান করা হবে
- জেলাস্তরে আলুর মোড়কজাতকরণ ও রপ্তানি সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে, যাতে কৃষকরা ফসলের সঠিক দাম পান। চিপস ও অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত খাদ্য তৈরিতে উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে আলুর সরবরাহ শৃঙ্খল মজবুত করা হবে
- আম চাষিদের আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ, হিমঘর স্থাপন এবং আম প্রক্রিয়াজাতকরণ হাব তৈরি করা হবে। বিশ্ববাজারে পশ্চিমবঙ্গের আমের চাহিদা বাড়াতে রপ্তানি পরিকাঠামো শক্তিশালী করা হবে
- ফল, আনাজ, দুগ্ধজাত পণ্য ও মাছ সংরক্ষণের জন্য রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে আধুনিক হিমঘর তৈরি করা হবে
- গ্রামীণ জীবিকা ও উৎপাদন বাড়াতে মৎস্যচাষ ও পশুপালনের ক্ষেত্রে সমবায় ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত করা হবে
- রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশনের মাধ্যমে দেশীয় গবাদিপশুর উৎকৃষ্ট জাতের সংরক্ষণে জোর দেওয়া হবে
- পশ্চিমবঙ্গে দুগ্ধ শিল্পকে শক্তিশালী করতে অধিক বিনিয়োগ, আধুনিক পরিকাঠামো এবং কৃষকদের জন্য বাজার-প্রবেশের সুবিধা নিশ্চিত করা হবে
- পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী মিষ্টিকে আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরা হবে এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিস্তৃত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হবে
- ব্যান্ডেল চিজ, গঙ্গারামপুরের ক্ষীর দই এবং নবদ্বীপের লাল দইয়ের ঐতিহ্য ও বাজারমূল্য রক্ষায় এগুলির জিআই তকমা সুনিশ্চিত করা হবে

মৎস্যচাষ ও ব্লু ইকোনমি

- আমরা পশ্চিমবঙ্গের জলাশয়গুলিকে তৃণমূলের অবৈধ দখলদারি ও সিন্ডিকেট রাজ থেকে মুক্ত করব
- রাজ্যের প্রতিটি মৎস্যজীবীকে 'প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা'র অধীনে নথিভুক্ত করা হবে। তাদের আধুনিক প্রযুক্তি, আর্থিক সহায়তা অবসর ভাতা এবং বিমার মতো সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করা হবে। মাছ উৎপাদনে স্বনির্ভর করে তোলা এবং ভিনরাজ্যের ওপর নির্ভরতা কমানোর মাধ্যমে পুনরায় পশ্চিমবঙ্গকে প্রধান রপ্তানি কেন্দ্রে পরিণত করা হবে
- মাছের অপচয় রুখতে এবং মৎস্যজীবীদের আয় বাড়াতে আধুনিক 'ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার', হিমঘর চেইন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে
- ভর্তুকিযুক্ত নৌকা, জিপিএস ব্যবস্থা এবং উন্নত সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদানের মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে মৎস্যচাষ করার প্রক্রিয়াকে উন্নত করা হবে
- বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে নোনা জল ও অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষের প্রসার ঘটানো হবে
- উপকূলীয় জেলাগুলিতে মারিন বায়োটেকনোলজি রিসার্চ পার্ক ও উদ্ভাবন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে
- শৈবাল চাষ, জৈব জ্বালানি এবং ওষুধ তৈরিতে সামুদ্রিক সম্পদের ব্যবহার নিয়ে গবেষণায় জোর দেওয়া হবে
- আমরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি অংশীদারদের সঙ্গে যৌথভাবে উচ্চ ফলনশীল ও রোগ-প্রতিরোধী মাছ ও চিংড়ির জাত উৎপাদনে জোর দেব
- সমুদ্র বিজ্ঞান ও বায়োটেক নিয়ে কাজ করা শিল্পদ্যোগগুলিকে উৎসাহ দেওয়া হবে
- সমুদ্র বিজ্ঞান, আধুনিক মৎস্যচাষ এবং বায়োটেকনোলজির প্রয়োগে দক্ষ করে তুলতে রাজ্যের যুবক-যুবতীদের জন্য বিশেষ 'স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার' বা দক্ষতা বৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে
- উপকূলবর্তী এলাকার মহিলাদের শামুক ও ঝিনুকের গয়না ও ঘর সাজানোর সামগ্রী তৈরিতে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে, যাতে তাঁরা এই পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে স্বাবলম্বী হতে পারেন
- বিদেশের বাজারে এ রাজ্যের সামুদ্রিক পণ্যের চাহিদা বাড়াতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশের সঙ্গে কৌশলগত চুক্তি এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করা হবে

সুস্বাস্থ্য ও সুশিক্ষা দরকার, চাই বিজেপি সরকার

স্বাস্থ্য পরিষেবা

- রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের জন্য উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে 'আয়ুষ্মান ভারত' যোজনা কার্যকর করা হবে। এর ফলে বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা মিলবে। পাশাপাশি, বিদ্যমান সকল সুবিধা ও পরিষেবাগুলি চালু রাখা হবে
- অত্যাধুনিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে উত্তরবঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ 'এইমস' হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে
- ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির প্রসারে 'এইমস'-এর আদলে একটি 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুষ' স্থাপন করা হবে
- রাজ্যের প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা সুনিশ্চিত করা হবে। প্রতিটি বিভাগে গুণমান বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ করা হবে
- উত্তরবঙ্গের রোগীদের সুবিধার্থে ওই অঞ্চলে একটি ক্যান্সার হাসপাতাল গড়ে তোলা হবে
- সুন্দরবন এবং জঙ্গলমহলে আধুনিক হাসপাতাল গড়ে তোলা হবে

শিক্ষা

- রাজ্যে প্রকৃত অর্থে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করা হবে। শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যাবতীয় অস্বচ্ছতা দূর করে সম্পূর্ণ মেধাভিত্তিক ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়াকে নিশ্চিত করা হবে
- সরকারি স্কুলগুলোকে শ্রেষ্ঠত্বের কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হবে। প্রতি ৫০ জন ছাত্রপিছু ন্যূনতম একজন শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক-ছাত্রের সঠিক অনুপাত নিশ্চিত করা হবে। একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী শিক্ষার অভিজ্ঞতা প্রদান করতে প্রতিটি স্কুলে অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি এবং খেলার মাঠের ব্যবস্থা করা হবে, যাতে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা এবং খেলাধুলা, উভয় ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে
- সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মিড-ডে মিল এবং স্কুল ইউনিফর্মের মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা হবে। পুষ্টিকর খাবার এবং উচ্চমানের স্কুল কিট (বই-খাতা-পোশাক) সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় 'পিএম-পোষণ' বরাদ্দের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত তহবিল প্রদান করা হবে
- মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের 'স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপ' প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে
- সরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে কোডিং, ডেটা মাইনিং এবং স্টেম (STEM) শিক্ষার প্রসার ঘটাতে 'অটল টিঙ্কারিং ল্যাব' স্থাপন করা হবে
- সরকারি স্কুলগুলির পরিকাঠামো ও পঠনপাঠনের মান এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে, যাতে তা বেসরকারি নামী স্কুলগুলির সমকক্ষ হয়ে ওঠে
- এসএসকে (SSK), এমএসকে (MSK), উচ্চ মাধ্যমিকের, চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক, পার্শ্বশিক্ষক এবং রাজ্য অনুমোদিত কলেজের চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের জন্য একটি সম্মানজনক ন্যূনতম বেতন সুনিশ্চিত করা হবে
- উচ্চশিক্ষার প্রসারে উত্তরবঙ্গকে এক নতুন দিশা দিতে সেখানে আইআইটি ও আইআইএম-এর মতো জাতীয় স্তরের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র ক্যাম্পাস স্থাপন করা হবে

হৃতগৌরব ফেরানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার

সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য

- রাজ্যের প্রতিটি নাগরিক যাতে কোনও বাধা বা বিধিনিষেধ ছাড়াই নিজের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারেন, তা সুনিশ্চিত করা হবে
- 'বন্দে মাতরম্' স্তোত্রের সৃষ্টি, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এর অবদানকে তুলে ধরতে একটি বিশেষ 'বন্দে মাতরম্ সংগ্রহশালা' গড়ে তোলা হবে
- রাজ্যের সমস্ত শক্তিপীঠকে একটি সুসংহত সার্কিটের মাধ্যমে যুক্ত করা হবে, যাতে পুণ্যার্থীদের যাতায়াত ও দর্শনে সুবিধা হয়
- ভক্তি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলিকে নিয়ে একটি বিশেষ চৈতন্য স্পিরিচুয়াল সার্কিট' বা আধ্যাত্মিক পর্যটন পথ তৈরি করা হবে
- কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় গঙ্গাসাগর মেলা, মাহেশের রথ, বারুণী মেলা এবং বন্দনা উৎসবকে আন্তর্জাতিক মানের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক উৎসবে উন্নীত করা হবে। ইউনেস্কোর (UNESCO) 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ' তালিকায় এই উৎসবগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা চালানো হবে

- গৌড়ীয় মঠ, ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং ইসকন সংলগ্ন এলাকাগুলোর সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। রাস্তাঘাটের উন্নতি, পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, আলোকসজ্জা, নিরাপত্তা বৃদ্ধি, তীর্থযাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা এবং পর্যটন পরিকাঠামোর মানোন্নয়ন করা হবে
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে 'টেগর কালচারাল সেন্টার' স্থাপন এবং তরুণ শিল্পীদের জন্য বিশেষ স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা হবে। তাঁর সৃষ্টিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সংরক্ষিত ও প্রচারিত করতে নেওয়া হবে বিশেষ উদ্যোগ
- কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলে কুড়মালি ও রাজবংশী ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে
- ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মতো জননায়কদের ইতিহাস ও অবদানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হবে এবং তাদের যোগ্য সম্মান প্রদান করা হবে
- প্রতিটি জেলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমন্ডিত কৃষিপণ্য ও শিল্পকে (যেমন, মুর্শিদাবাদের রেশম, নদিয়ার তাঁত, উত্তর দিনাজপুরের শোলা শিল্প) 'এক জেলা, এক পণ্য' প্রকল্পের আওতায় এনে বিশ্ববাজারে পৌঁছে দেওয়া হবে। এতে স্থানীয় কুটির শিল্প ও কারিগরদের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে
- রাজ্যের প্রতিটি জেলার লোকশিল্প ও সংস্কৃতিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরা হবে, যাতে প্রান্তিক শিল্পীরা তাদের কাজের সঠিক মর্যাদা ও পারিশ্রমিক পান
- রাজ্যের নাট্যদলগুলিকে বার্ষিক ₹১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা করা হবে। শহর, মফস্বল ও গ্রামে নাট্যচর্চা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে, পাশাপাশি বিদ্যমান অডিটোরিয়ামগুলির সংস্কার ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হবে

সকলের সম্মান রক্ষা করা দরকার, চাই বিজেপি সরকার

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন

- রাজ্যের সামাজিক সংহতি এবং ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রাখতে 'লভ জিহাদ' ও 'ল্যান্ড জিহাদ'-এর বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হবে
- বিধবা, প্রবীণ নাগরিক এবং বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য আর্থিক সহায়তা দ্বিগুণ করা হবে
- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার রূপায়ণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে এবং সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষভাবে এই প্রকল্প কার্যকর করা হবে
- পাহাড়ের ভূমিসন্তানদের ভাবাবেগকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকার সমস্যার একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান সূত্র অন্বেষণ করা হবে
- আদিবাসী ও জনজাতি সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত করতে একটি স্বতন্ত্র জনজাতি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে
- তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়ন ও ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা হবে
- চা শ্রমিকদের সামগ্রিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, বিশেষ করে ন্যূনতম মজুরি ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দের স্বচ্ছ ব্যবহার নিশ্চিত করতে চা শ্রমিকদের জন্যে একটি স্বতন্ত্র উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হবে। এই বোর্ড সরাসরি রাজ্যের প্রতিটি চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা, আধুনিক আবাসন প্রকল্প এবং সামাজিক কল্যাণমূলক সুবিধার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে
- চা-বাগানের শ্রমিকদের জমির মালিকানা প্রদান করা হবে
- অসংগঠিত ক্ষেত্রের সমস্ত শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সর্বাত্মক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা হবে
- অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও গিগ কর্মীদের আর্থিক স্থায়িত্ব ও পেশাগত মর্যাদা রক্ষায় একটি বিশেষ কল্যাণ পর্ষদ গঠন করা হবে
- সমস্ত হিন্দু শরণার্থীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান সুনিশ্চিত করা হবে এবং তাদের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে
- সাধারণ মানুষের ওপর থেকে চড়া বিদ্যুৎ বিলের বোঝা কমাতে মাশুল কাঠামো পুনর্বিবেচনা করা হবে। সেই সঙ্গে 'প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফ্‌ত বিজলি যোজনা'র অধীনে ছাদে সৌর প্যানেল বসিয়ে বিদ্যুৎ বিল শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নেওয়া হবে

পরিকাঠামোগত উন্নয়ন দরকার, চাই বিজেপি সরকার

পরিকাঠামো ও উন্নয়ন

- রাজ্যের সামুদ্রিক বাণিজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং রপ্তানি বাড়াতে তাজপুর ও কুলপিতে আধুনিক গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করা হবে
- উল্লেখযোগ্য নদীগুলির ওপর নতুন সেতু নির্মাণ করা হবে এবং ফারাক্কা ব্রিজের কাঠামোগত স্থায়িত্ব ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ সুনিশ্চিত করা হবে। নদী ভাঙন রোধে কাজ করা হবে
- রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনে সুন্দরবন থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত একটি জাতীয় সড়ক নির্মাণ করা হবে
- আমরা কলকাতার সমস্ত থমকে থাকা মেট্রো প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করব
- পশ্চিমবঙ্গে স্থগিত হয়ে থাকা ৬১টি রেল প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সকল জমি-সংক্রান্ত জটিলতার দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে
- 'উড়ান' প্রকল্পের অধীনে পুরুলিয়া, মালদহ এবং বালুরঘাট- সহ বাকি অব্যবহারযোগ্য বিমানবন্দরগুলিকে পুনরায় সচল করে আকাশপথের যোগাযোগ উন্নত করা হবে
- রাজ্যে চারটি নতুন আধুনিক শহর গড়ে তোলা হবে। দীর্ঘদিনের অবহেলা কাটিয়ে উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে
- বেআইনি দখলদারি থেকে জলাভূমি রক্ষা এবং অরণ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা হবে
- সুন্দরবনের মাটি ক্ষয় ও বন্যা রুখতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে স্থানীয়দের বাঁচাতে পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে
- হলদিয়া ও নন্দীগ্রামে ফোল্ডিং সেতু নির্মাণ করা হবে

পর্যটন শিল্পে উন্নয়ন দরকার, চাই বিজেপি সরকার

পর্যটন

- দার্জিলিংকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান 'ইকো-অ্যাডভেঞ্চার' এবং হেরিটেজ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে
- জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে সুন্দরবনকে একটি স্থায়ী ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলা হবে, যা স্থানীয় মানুষের জীবিকার নতুন পথ প্রশস্ত করবে
- দীঘা, মন্দারমনি-সহ রাজ্যের উপকূলীবর্তী এলাকাগুলিকে পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক করে তোলা হবে। সুমুদ্র সৈকতগুলির পরিচ্ছন্নতা ও মান বজায় রেখে মর্যাদাপূর্ণ 'ব্লু ফ্ল্যাগ' শংসাপত্র অর্জনের চেষ্টা করা হবে
- ডুয়ার্সকে অরণ্য, বন্যপ্রাণী এবং জনজাতি সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে তুলে ধরা হবে। সেখানে ইকো-রিসর্ট ও গাইডেড ট্যুরের মাধ্যমে স্থানীয় যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে
- কর্মশালা এবং উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গকে আন্তর্জাতিক চা পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করা হবে। পর্যটকদের কাছে চা-বাগানের বাংলোয় রাত কাটানোর অভিজ্ঞতাকে জনপ্রিয় করে তোলা হবে
- কলকাতার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং গঙ্গার ঘাট বা রিভারফ্রন্ট পর্যটনের সংস্কার করা হবে। তিলোত্তমাকে ইউনেস্কোর (UNESCO) 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ লিভিং সিটি'-র তকমা এনে দিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে

পরিবেশ রক্ষা করা দরকার, চাই বিজেপি সরকার

পরিবেশ

- রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এবং তাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থল সংরক্ষণ ও সুরক্ষায় নিরলস কাজ করা হবে
- ‘মিষ্টি’ প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের ম্যানগ্রোভ অরণ্য সংরক্ষণ ও পুনর্গঠন করা হবে; যার মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ বাস্তুতন্ত্র, জীবিকা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইকো-ট্যুরিজম হাব গড়ে তোলা হবে

ভয় নয়
ভরসা

বিজেপি

পাল্টানো দরকার

চাই বিজেপি সরকার